২৪-০৩-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন অলৌকিক যাত্রাপথে, তোমাদের দেহের চেতনাকে এবং পুরানো দুনিয়া ভুলে গৃহে ফিরে যেতে হবে, একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে"

প্রশ্নঃ- সাক্ষীভাবে থেকে কোন্ প্রশ্নটি প্রত্যেককে নিজেকে করতে হবে ?

উত্তর :- যেমন বাবা সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক বাচ্চার স্থিতি দেখেন, এদের স্থিতি কিরকম ? বাবাকে পেয়ে অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে কি না ? এইরকমই নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি নিজেকে কতটা সৌভাগ্যশালী মনে করি ? কত খুশী অনুভূত হয় ? বাবার কাছ থেকে সব সম্পদ নিয়েছি? উত্তরাধিকারী বানিয়েছি ? যোগবলের দ্বারা সব পাপ ভস্ম করে পুণ্য আত্মা হয়েছি ?

গীত :- রাত্রের যাত্রী হয়ো না ক্লান্ত .....

ওম্ শান্তি। এটা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, যেমন আত্মা শান্তিসস্বরূপ সেইরকমই পরমপিতা পরমাত্মাও শান্তিস্বরূপ। ওম্ এর অর্থও বোঝানো হয়েছে, ওম্ অর্থাৎ অহম আত্মা, মম মায়া (এ হল আমার শরীর)। সন্ন্যাসীরা বলে অহম্ ব্রহ্মাস্মি। তারা ব্রহ্মকে ঈশ্বর মনে করে। সৃষ্টি অর্থাৎ রচনাকে মায়া বলে দেয়। অহম্ ব্রহ্মাস্মির এইরকম অর্থ বের করে। কিন্তু এ সবকিছুই ভুল। মানুষ যা কিছুই করে সব শোনা কথার উপর নির্ভর করে । যে যা বুঝিয়েছেন, যা রীতি-নীতি চলে আসছে, সেই অনুসারেই চলে। আর তারই নাম হয়ে যায়। এটাও নাটকে অঙ্গীভূত। এখন বাবা বলেন হে যাত্রীরা .... কোথাকার যাত্রী ? পরমধামের যাত্রী। এটা হল আত্মাদের রুহানি যাত্রা রুহ অর্থাৎ আত্মাদের জন্য । আত্মাদের ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা। গাইড তো অবশ্যই প্রয়োজন। যারা বিলেত থেকে আসে তারাও দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য গাইড পায় প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান গুলি দেখার জন্য ।পরমপিতা পরমাত্মাকেও গাইড বলা হয়, পান্ডাদের গাইড বলা হয় অতএব বাবা বলেন বাচ্চারা- আমি এসেছি তোমাদের বাচ্চাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কত সুন্দর এই যাত্রা। যার জন্য ভক্তেরা অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে আসছে। বলে, এস, আমাদেরকে নিজ ধাম পরমধামে নিয়ে চলো। ওই সব শরীরী যাত্রা নানা রকমের আছে। কত শরীরী পান্ডা আছে। কিন্তু রুহানি পান্ডা একজনই আছেন । ওরা আবার পান্ডব সেনা, শক্তি সেনা দেখিয়ে দিয়েছে। এ কোনো যুদ্ধের ব্যাপার নয়। বাবা বসে বোঝান - হে মিষ্টি বাচ্চারা! আগে এটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত যে তিনি অবশ্যই তোমাদের বাবা । তোমাদের বুদ্ধিযোগ বাবার কাছেই যাওয়া উচিত। বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে এটা হলো দুঃখধাম, পতিত দুনিয়া, নরক। এর নামই হল হেল। বলেও - লেফট হেভেনলি এবোড। ...নিশ্চয় কোনো নতুন ব্যাপার।মানুষ জানেনা, কেবল বলে দেয় না জেনেই । রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে তাই বলে দেয়, অমুকের জ্যোতি, মহা জ্যোতিতে মিশে গেছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা হয়ে গেছে। জানেনা যে এটা সৃষ্টি নাটক। আত্মা অমর। এই অবিনাশী আত্মায় ৮৪ জন্মের ভূমিকা গেঁথে আছে। পরমাত্মারও ভূমিকা গাঁথা আছে। এটাকে বলা হয় বিস্ময়কর ড্রামা । পরমাত্মারও থেকেও অনেক বেশি পার্ট তোমাদের রয়েছে। উনি হলেন এই সৃষ্টি রূপী নাটকের ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর। তোমরা যারা দেব-দেবী হবে তাদের তো বেশি ভূমিকা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের ভূমিকা । সত্যযুগে বা ত্রেতাতে বাবার কোনো ভূমিকা নেই । সেখানে বাবাকে কিছুই করতে হয় না । এই সময় আমি খুব সার্ভিস করি । তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এবং ভক্তদেরও

খুশি করতে হয় । ভক্তদের দর্শন হলে ভাবে আমরা ঈশ্বর পেয়ে গেছি । ভক্তদেরও কত নাম রয়েছে । ওটা হল ভক্ত মালা আর এটা হলো রুদ্র মালা । জ্ঞান মালায় ভক্তি নেই। যারা জ্ঞান সাগর থেকে জ্ঞান ধারণ করে ভক্তদেরও উদ্ধার করে, তাদেরই পুনরায় রুদ্র মালা তৈরি হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ যে আমরা আলৌকিক যাত্রায় চলেছি । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে অধিক থেকে অধিক স্মরণ করতে হবে। আর সে যে বড়ই মধুর। বাবা রচয়িতাও, তিনি বাচ্চাদের রচনা করেন। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তৈরী করেন। তোমরা সকলে বলে থাক যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান আর তাঁর প্রধান ডাইরেকশন (নির্দেশ) হল - "মন্মনাভব" । আমি এসেছি তোমাদের পড়াতে। হুবহু ৫ হাজার বছর আগেও আমি এই রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। আমি নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা নিজেদের অর্গানসকে আধার করো। আমি এনার(ব্রহ্মাবাবা) অর্গানের আধার নিই। এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো দুনিয়া ভুলতে হবে, একেই বলা হয় সন্ন্যাস। সর্ব প্রথম সংকল্প করতে হয় - আমি হলাম আত্মা, দেহ নয়। এই দেহের চেতনা ভুলে যেতে হয়। পুরানো দুনিয়া মন থেকে ত্যাগ করতে হবে। এখন আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, অতএব আমার শ্রীমতে চলো। দেহ সমেত দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যাও। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। পরিশ্রম ছাড়া কোনো রকম রাজ্যত্ব থোড়াই পাওয়া যাবে! বিশ্বের মালিক হতে হবে। যে জ্ঞান আমার মধ্যে আছে সেই জ্ঞানই এখন তোমাদের মধ্যে আছে। সংক্ষেপে এবং ডিটেইলসে (বিস্তারিত ভাবে) বোঝানো হয়। বীজ থেকে এত বড়ো বৃক্ষের বিস্তার হয়। যখন বৃক্ষের ডিটেইলসে যাবো তখন আরো বিস্তার আছে। বাবা বলেন এখন এই পুরানো বৃক্ষকে ভুলে যাও। এখন কেবল আমাকে স্মরণ করতে থাকো। ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ এবং রচনার জ্ঞান দিই। এই রচনা কেমন করে করি, কি করে বৃদ্ধি পায়। এটাই হলো এই সৃষ্টি নাটককে বোঝার বিষয় । আর তা তো মানুষই জানবে। ভগবান মানুষকেই পড়াবেন।প্রধান হলো গীতা। গীতার নাম আছে। গীতায় আছে ভগবানুবাচ। এমন লেখা নেই ব্যাস ভগবানুবাচ। বলা হয় কৃষ্ণ ভগবান গীতা শুনিয়েছেন এবং ব্যাস লিখেছেন। সেটা তো আগে লেখা হয়েছে না ! এখন লেখা হলে তো বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা বড় জোর দু-চার হাজার রচনা করতে পার । এইরকম গীতা তো লক্ষ্য-কোটি সংখ্যায় আছে। তা সত্ত্বেও এই পুরানো শাস্ত্র বার করে তার থেকে কপি করে, যা সেই গীতায় অক্ষরে-অক্ষরে আছে তাই বেরোবে। ড্রামাতে তা পূর্ব নির্ধারিত রয়েছে। যে সময়ের শাস্ত্র সেই সময়েই লেখা হবে । লক্ষ্মী-নারায়ণ তারাই হবেন। সেখানেই তাদের প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ হবে ।

এই সময় বাবা এই কল্প বৃক্ষের এবং সৃষ্টি নাটকের জ্ঞান দিয়েছেন। বাবা বলেন এখন তুমি মিলিত হচ্ছ, কল্পে-কল্পে মিলিত হতে থাকবো। ভগবানুবাচও রয়েছে । আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। ভগবান নতুন সৃষ্টির রচনা করেন নিশ্চয়ই তোমাদের রাজা বানাবেন । দ্বাপরের তো করবেন না। বাবা বলেন কল্পে-কল্পে আমি সঙ্গমে আসি। গাইড তো শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে। সেই গুরুরা তো এক সময় শরীর ত্যাগ করে কিন্তু তাদের পরম্পরা চলতেই থাকে। বাবা বলেন আমাকে তোমাদের সকলকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সময় সম্পূর্ণ হলে তখনই আমি আসি। এই কথাগুলো আর কেউ বোঝাতে পারে না। মন্মনাভব শব্দটি গীতার আদিতে ও অন্তে আছে। তাতে বলা হয়েছে, আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন এই বিশ্বের মালিক বানাবো ।রাজাদের রাজা

বানাবো । সেই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী পরিবারে তোমরা পুনর্জন্ম নেবে । এখন তোমরা কলিযুগে আছ, কলিযুগ থেকে আমি তোমাদের সত্যযুগে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি কল্পে-কল্পে এসে স্থাপনা করি। আমি এই সময়েই আসবো। আমিও এই ড্রামার বশ । সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের অবস্থাকে দেখতে থাকি, এদের অবস্থা কেমন ? বেহদের বাবাকে পেয়ে বাচ্চারা অতীন্দ্রিয় সুখ পায় কিনা ? প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো - আমরা নিজেদেরকে কতটা সৌভাগ্যশালী মনে করি ? বাবার সন্তান, তাহলে তাঁর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেয়েছে কিনা ! এমন নয় যে বাবা সকলকেই লক্ষী নারায়ণ বানাবেন । এটা হল আধ্যাত্মিক পাঠ, যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারে। স্কুলে পড়লে এইম - অবজেক্ট তো থাকে না। তোমরা জানো বাবা আমাদের ৫ হাজার বছর আগেকার মতন হুবহু রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের পতিত মানুষ থেকে পবিত্র দেবতায় রূপান্তরিত করি। গড যখন পড়াচ্ছেন তখন নিশ্চয় গড-গডেসই তৈরী করবেন তাই না। যেমন ব্যারিস্টারই ব্যারিস্টার তৈরী করেন। ভক্তি মার্গে ভগবতী-ভগবান বলে থাকে কিন্তু আসলে তারা হলেন দেব-দেবী। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলা হয়।

তোমরা জানো কেমন করে বাবা এসে আমাদেরকে পড়ান। প্রধান এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। চক্র তো বুদ্ধিতে ঘোরাতেই হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক কি করে হবে ? এই নাটকের রহস্য আর কেউ বুঝতে পারে না। এই সব ছবি ইত্যাদিও বাবাই তৈরী করেছেন। বাবা কি আর্টিস্ট ছিলেন নাকি ! এই জিনিস আর কেউ বানাতে পারে না। এগুলো হলো ম্যাপ। এই হলো বৃক্ষ, উপরে বীজ। কল্প বৃক্ষের নিচে জগদম্বা বসে আছেন, যিনি সকল সুখের কামনা পূর্ণ করেন। সত্য যুগে দুঃখের নামগন্ধ থাকে না। তোমরা বলবে আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক তৈরী হচ্ছি। মানুষ থেকে দেবতা বানাতে দেরি লাগে না.....শিখেরাও তাঁর মহিমা কীর্তন করে। দেব-দেবীরাই স্বর্গের মালিক ছিল। তাঁরা এখন অন্য ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে, পুনরায় বেরিয়ে আসবে। আমরাও আগে আমাদের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম লিখতাম। এখন বলি আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের। যতই আমরা ব্রাহ্মণ ধর্ম লিখি তবুও ওরা আমাদের হিন্দু ধর্মই ভাবে। কেননা ওদের কাছে ব্রাহ্মণ ধর্মের কোনো শ্রেণীই নেই। আমরা দেব-দেবী বললেও ওরা পরিবর্তন করে হিন্দু লিখে দেবে কেননা ব্রাহ্মণ বা দেবী দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে । এখন বাচ্চারা তোমরা জানো আমরা দেবী দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। ওখানে যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা সকলেরই এই লক্ষী-নারায়ণের মতনই ড্রেস থাকে। পীতাম্বর(স্বর্ণালী) - এটাই হলো সত্যযুগী সূর্যবংশের ড্রেস। ত্রেতাতে রামরাজ্যে অন্য ড্রেস হয়। রীতি-নীতি আলাদা হয়। কৃষ্ণকে সব সময় পিতাম্বরধারী বলে।

তাহলে এখন এটা নিশ্চিত করতে হবে যে বাবা অমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। এই মৃত্যু লোক এখন শেষ হওয়ার মুখে । এখন তোমরা সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে। সেই যোগবলের দ্বারাই পাপ কাটতে থাকবে, পুন্য আত্মা হয়ে যাবে। তোমরা বাবার কাছে নিজেকে সমর্পন করো, পুণ্যের কাজ করো। পুনরায় স্মরণের দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। যে কোনো মানুষকে বোঝানো খুবই সহজ। ভগবানুবাচ কখনও শুনেছ ? সেই বাবাই হলেন স্বর্গের স্থাপনকারী। বাবা এবং তার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণে রাখতে হবে। মহারাজা হতে চাও? তাহলে বলো তোমরা কত প্রজা বানিয়েছ ? এরকম অনেকে লেখে যে অমুকে আমাকে দৃষ্টি দিয়েছে, তীর লেগে

গেছে। প্রজা তৈরী করতে, উত্তরাধিকারী তৈরী করতে অনেক পরিশ্রম লাগে। প্রজা তো খুব সহজেই হয়ে যায়, কিন্তু গদিতে কে বসবে ? সেটাও পরিশ্রম করে তৈরী করতে হবে। মায়াজিত ও জগৎজীত হতে হবে। মায়ার কাছে পরাস্ত হলেই হার। বাবার থেকে শক্তি পেতে হবে। এই পরিশ্রম তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের করতে হবে। কোনো কথায় ভ্রম উৎপন্ন হলে জিজ্ঞেস করতে থেকো। বাবা পড়াচ্ছেন তাই কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়, তাই না ! অনেক ধরণের সংকল্পের ঝড় তো আসবেই। বুদ্ধিযোগ ভাঙার চেষ্টা করবে। ঝড় আসবে, মায়া খুব আক্রমণ করবে। তখন বলবে মাথাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যেসব অসুখ কোনো দিন হয় নি সেগুলো এখন হতে থাকে। অনেক বাধা আসবে, এতে দুর্বল হবে না। আচ্ছা !

বাপদাদা মিষ্টি-মিষ্টি মম্মার হারানিধি বাচ্চাদেরকে জানায় ভালোবাসা, স্মরণ আর গুড মর্নিং।অলৌকিক বাবার অলৌকিক বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।
ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যে ফার্স্ট-ক্লাস যাত্রা শিখিয়েছেন, সেই রুহানি যাত্রায় থাকতে হবে, শ্রীমতে দেহ সহ সব কিছু ভুলতে হবে।

২) মায়ার ঝরে কখনোই দুর্বল বা সংশয় বুদ্ধি হবে না। কোনো কথাতেই ভ্রমিত হবে না।

বরদান :- রিয়েলাইজেশনের (আত্ম উপলব্ধি) দ্বারা দুর্বল থেকে শক্তিশালী আত্মায় রূপান্তরিত সর্বশক্তিমান ভব

মানব জীবনের মানবতার আধার আত্মার উপরই নির্ভরশীল। আমি কোন্ আত্মা, আমি কি - এটাই যদি রিয়েলাইজ করে নিই তাহলে শান্তি স্বধর্ম হয়ে যায়। আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, সর্বশক্তিমানের সন্তান - এই অনুভূতি নির্বল থেকে শক্তিশালী করে দেয়। এইরকম শক্তিশালী আত্মা বা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা যা চায়, যেমন ভাবে চায় সেটাই প্রাকটিকাল করতে পারে।

স্লোগান:- মনসা মহাদানী যে সে কখনোই সংকল্পের বশীভূত হতে পারে না।